সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬৭
WEEKLY BOOKLET: 267

প্রিয় নবী صلی اللہ علیہ والہ وسلم এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

(প্রশ্নোত্তর আকারে)

- প্রিয় নবী ﷺ এর শুভ আগমন ০৩
- মক্কাবাসীদের লোকদের দ্বীন ইসলামের দাওয়াত ০৯
- প্রিয় নবী ﷺ কয়েকটি মু'জিযা ১৬
- সর্বশেষ উপদেশ ২২

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রিয় নবী ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (প্রশ্নোত্তর আকারে)

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"প্রিয় নবী ﷺ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সুন্নাতের উপর জীবন-যাপন করার সামর্থ্য দান করে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী বানাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করেন, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, আর যে আমার উপর ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দেন এই ব্যক্তি নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখা হবে। (মু'জাম আওসাত, ৫/২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৭৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী কে, তাঁর নাম ও বংশধারা বলুন?

উত্তর: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী এবং তাঁর মোবারক নাম "মুহাম্মদ" (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বংশধারা হযরত আদনান পর্যন্ত পৌঁছেছে, এই দলীলের পক্ষে সকল ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন কিন্তু এর পূর্ববর্তী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত সংখ্যা ও নামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, পবিত্র বংশধারা হলো: হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালেক বিন নাদর বিন কিনানা বিন খুযাইমা বিন মুদরিকা বিন ইলইয়াস বিন মুদার বিন নিযার বিন মা'আদ বিন আদনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن। (বুখারী, ২/৫৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন নবীর বংশধর?

উত্তর: অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদূনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধর।

(ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, ৩/৭৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাজারা মোবারক কতো বংশধরগণের মাধ্যমে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত পৌঁছেছে?

উত্তর: বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আদনান পর্যন্ত ২১ বংশধর বলে ঐক্যমত পোষণ করেছে। (বুখারী, ২/৫৭৩ পৃষ্ঠা) এরপর হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত বংশধরগণের ব্যাপারে চারটি উক্তি

www.dawateislami.net

রয়েছে: সাত, নয়, পনের ও চল্লিশ। (উমদাতুল ক্বারী, ১১/৫৬৪ পৃষ্ঠা) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চল্লিশই গ্রহণযোগ্য। (নুযহাতুল ক্বারী ৪/৬৭৪)

প্রশ্ন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক আরবের কোন বংশের সাথে ছিলো?

উত্তর: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বংশের সম্পর্ক প্রসিদ্ধ ও মহা-সম্মনিত বংশ "কুরাইশ: বংশের সাথে ছিলো। মুসলিম শরীফে রয়েছে: আল্লাহ পাক হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর বংশধরগণের মধ্য হতে কিনানাকে নির্বাচিত করেছেন আর কিনানার মধ্য হতে কুরাইশকে এবং কুরাইশের মধ্য হতে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিমের মধ্য হতে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।

(মুসলিম, ৯৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৭৬)

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভ আগমন কখন হয়েছে?

উত্তর: প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী "আ'মুল ফিল" (তথা হস্তীবাহিনীর ঘটনা সমৃদ্ধ বছর) এর মধ্যে ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার (২০শে এপ্রিল ৫৭১ হিজরীতে) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হয়েছে।

(দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ১/৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪১৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করুন।

উত্তর: কয়েকটি ঘটনা হলো: (১) সারা বিশ্বের মূর্তি মুখ থুবড়ে পড়ে। (সিরাতে হালবিয়া, ১/১০৩ পৃষ্ঠা) (২) পারস্যের অগ্নিপূজারীদের

www.dawateislami.net

একহাজার বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত আগুন সাথে সাথে নিভে গেলো। (৩) কিসরার প্রাসাদে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেলো। (৪) সাওয়া নদী শুকিয়ে গেলো। (দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ১/১২৬ পৃষ্ঠা) সম্মানিত আম্মাজান হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শরীর মোবারক হতে নির্গত নূর সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ আলোকিত করে দেয়।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৬/৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭১৬৩)

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত মাতা-পিতার নাম ও তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করুন।

উত্তর: প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিতার নাম হলো "আব্দুল্লাহ" ও মাতার নাম হলো "আমেনা"। (সিরাতে হালবিয়া, ১/৪৮ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজ পিতা হযরত আব্দুল মুত্তালিবের সবচেয়ে প্রিয় পুত্র ছিলেন, তাঁর কপালের মধ্যে নূরে মুহাম্মদী পূর্ণ শান ও শওকত সহকারে জ্বলমল করতো, তিনি সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার আয়না স্বরূপ এবং পুতঃপবিত্র ও ধার্মিক ছিলেন। (সিরাতে মুস্তফা, ৫৮ পৃষ্ঠা) তাঁর মাতার নাম ছিলো "ফাতেমা বিনতে আমর"। (আস সিরাতুন নববীয়া লি ইবনে হিশাম, ৪৭ পৃষ্ঠা)

হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পিতার নাম ওয়াহাব বিন আবদে মানাফ ও মাতার নাম বাররা ছিলো। (দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ১/১৮৩ পৃষ্ঠা) হযরত আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অত্যন্ত নেককার, পরহেযগার এবং সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন ঈমানদার মহিলা ছিলেন। তিনি কুরাইশ মহিলাদের মধ্য হতে বংশ, মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে অনন্য ছিলেন। (দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ১/১০২ পৃষ্ঠা) হযরত আব্দুল

www.dawateislami.net

মুত্তালিব নিজের ছেলের জন্য এমন একটি কন্যার সন্ধানে ছিলেন, যে সৌন্দর্যের পাশাপাশি বংশ মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব ও সতীত্ব সম্পন্ন অনন্য মহিলা হয়। আল্লাহ পাকের কী শান! সকল বৈশিষ্ট্য হযরত আমেনা বিনতে ওয়াহাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাঝে বিদ্যমান ছিলো। সুতরাং চব্বিশ বছর বয়সে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ র' সাথে বিবি আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। (সিরাতে মুস্তফা, ৫৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দুধপান করানোর মর্যাদা কার অর্জিত হয়েছে?

উত্তর: মক্কার সম্মানিত লোকদের মধ্যে এটা প্রচলন ছিলো যে, তারা নিজেদের বাচ্চাদের অভিজাত গোত্রদের কাছে তাদের শৈশব অতিবাহিত করতে পাঠাতো সেটার কারণ এটাই ছিলো গ্রামের লোকের বিশেষ খাবার খেয়ে বাচ্চাদের অঙ্গ ও শরীর মজবুত হবে এবং তাদের বিশুদ্ধ ও সুন্দর আরবী শিখে তারাও এদের মতো নিপুন ও স্পষ্ট সাবলীল ভাষায় কথা বলতে পারবে। এই কারণে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে হালিমাতুস সাদিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا 'র কাছে সমর্পন করে দেয়া হয়। তাঁর বংশীয় সম্পর্ক "বনু সা'দ" গোত্রের সাথে ছিলো, এটি বনী হাওয়াযিনের একটি শাখা ছিলো। এই গোত্রটি আরবী ভাষায় সাবলীলভাবে ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে বিশেষত্ব রাখতো না। হযরত হালিমা নিজের গোত্রের মহিলাদের সাথে মক্কা শরীফে বাচ্চাদের লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়ার জন্য আসলেন। হযরত হালিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ভাগ্যের তারকা চমকে উঠলো, তাঁর দুই বছর পর্যন্ত হুযুর পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে

www.dawateislami.net

দুধ পান ও লালন-পালনের সৌভাগ্য অর্জন হয়।

(আখিরি নবী কি পিয়ারী সিরাত, ১৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাতা-পিতার ইন্তিকাল কখন ও কিভাবে হয়েছে?

উত্তর: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পবিত্র গর্ভে ছিলেন আর পবিত্র গর্ভধারণে পুরো দুই মাস পূরণ হলো তখন তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ব্যবসায়িক সফর থেকে ফিরে আসার সময় মদীনায় তাঁর পিতার শশুড় বাড়ী "বনু আদী বিন নাজ্জার" এর নিকট একমাস ধরে অসুস্থত থাকার পর ২৫ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেন এবং ঐখানে "দারে নাবেগা" তে দাফন করা হয়। (মাদারিজুন নবুওয়াত, ২/১৪ পৃষ্ঠা) যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৬ বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত আম্মাজান তাঁকে সাথে নিয়ে মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাত বা তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারতের জন্য তাশরিফ নিয়ে গেলেন, ঐ সফরে হযরত উম্মে আয়মন رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও সাথে ছিলেন। ঐখান থেকে ফিরে আসার সময় "আবওয়া" নামক গ্রামে হযরত বিবি আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ইন্তিকাল হয় এবং ঐখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১/৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হযরত উম্মে আয়মন কে ছিলেন?

উত্তর: তিনি ঐ মহিলা, যে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাতা হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ইন্তিকালের পর প্রিয় নবী, রউফুর

www.dawateislami.net

রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লালন-পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ব্যাপারে বলেছিলেন: اَنْتِ اُمِّیْ بَعْدَ اُمِّیْ অর্থাৎ আমার আপন মায়ের পর আপনি আমার মা।

(আল মাওয়াজিবুল লাদুনিয়া, ১/৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শৈশবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

উত্তর: তিনি অন্যান্য বাচ্চাদের মতো না চিৎকার চেঁচামেচি করতেন আর না কান্নাকাটি করতেন। ২ মাস বয়সে তিনি হাঁটু ভর দিয়ে চলতে লাগলেন, ৩মাস বয়সে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন, ৪ মাস বয়সে দেয়ালে হাত রেখে চারিদিকে চলতে লাগলেন, ৫ মাস বয়সে হাটা-চলা করার পরিপূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করে নেন, ৮ মাস বয়সে পরিপূর্ণ কথা বলা শুরু করেন এবং কথা খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতেন, ৯ মাস বয়সে স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে কথা বলা শুরু করে দেন। তিনি তাঁর বয়সের প্রাথমিক পর্যায়ে যে কথা বলেছেন তা ছিলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا (অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে মহান ও সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য) দোলনা দোলার সময় তিনি চাঁদের সাথে কথা বলতেন আর নিজের আঙ্গুল দ্বারা যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ ঐদিকে ঝুঁকে যেতো। (আখিরি নবী কি পিয়ারি সিরাত, ২১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আরবের অবস্থা কেমন ছিলো?

উত্তর: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পূর্বে আরবের চারিত্রিক অবস্থা অনেক শোচনীয় ছিলো, অজ্ঞতার কারণে তাদের মধ্যে মূর্তি পূজা শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঐসব লোক আসল মা'বুদ

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাককে ছেড়ে পাথর, বৃক্ষ, চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদিকে নিজেদের মা'বুদ মানতো এবং নিজেদের হাতে প্রস্তুতকৃত মাটি ও পাথরের মূর্তির উপাসনা করতো। আকিদা নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তাদের কার্যাবলীও অনেক শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল, হত্যা, ব্যভিচার, জুয়া, মদ্যপান, হারাম কর্মকান্ড, নারী অপহরণ, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া, অশ্লীলতা, মোটকথা সব রকমের মন্দ ও গুনাহের কাজ তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো।

(সিরাতে রাসূলে আরবী, ৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: প্রথম অহী কোথায় ও কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর: যখন আল্লাহ পাক সত্যকে সমুন্নত করতে ও পৃথিবীতে নিজের নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন নিজের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মানুষের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শনের জন্য দুনিয়ায় প্রেরণ করলেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স মোবারক যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় আর প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হেরা গুহায় ভেতর ইবাদতে মশগুল ছিলেন হঠাৎ গুহার মধ্যে তাঁর কাছে একজন ফিরিশতা প্রকাশিত হলো। (তিনি হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন যেই সর্বদা আল্লাহ পাকের বার্তা তাঁর রাসূলগণের কাছে পৌঁছাতে থাকেন) ফিরিশতা বলল: "اِقْرَاْ" অর্থাৎ পড়ুন। তিনি বললেন: আমি পড়িনি। ফিরিশতা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জড়িয়ে ধরলেন আর অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন: "اِقْرَاْ" কিন্তু তিনি পুনরায় একই উত্তর দিলেন। তৃতীয়বার

www.dawateislami.net

ফিরিশতা তাঁকে অনেক শক্তভাবে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ছেড়ে দিলেন ও বললেন:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ(۱)
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ(۲)
اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ(۳)
الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ(۴)
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ(۵)

(সূরা আলাক, পারা ৩০, আয়াত ১-৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক বড় দাতা, যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।

(সিরাতে মুস্তফা, ১০৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বীন ইসলামের দাওয়াত কিভাবে দিয়েছিলেন?

উত্তর: যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত ঘোষণা করলেন তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনার্থে লোকদেরকে মূর্তি পূজা করার পরিবর্তে এক আল্লাহ পাকের ইবাদত করার দাওয়াত দিতে লাগলেন, কিন্তু প্রথম দিকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দাওয়াতকে গোপন রাখেন আর তিনি কুরাইশদের সাধারণ মজলিসে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতেন না। যখন এই আয়াত মোবারকা وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ۙ(۲۱۴) (পারা ১৯, সূরা শূ'রা, আয়াত: ২১৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ "আর হে মাহবুব! নিজের নিকট আত্মীদের ভয় প্রদর্শন করুন।"** অবতীর্ণ হলো তখন তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া

www.dawateislami.net

শুরু করলেন। সুতরাং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আহ্বান করা শুরু করলেন: হে বনী ফিহর! হে বনী আদি! এক পর্যায় লোকজন জড়ো হয়ে গেলো আর যারা আসতে পারেনি তারা তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলো যে, গিয়ে দেখো ঘটনা কি। যখন লোকজন একত্রিত হয়ে গেলো তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: যদি আমি এটা বলি যে, পাহাড়ের উপত্যকার ঐদিকে একটি বাহিনী অবস্থান নিয়েছে যারা তোমাদের উপর হামলা করতে চাচ্ছে তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্যবাদী হিসেবে মেনে নিবে? সকলে বললো: জ্বি হ্যাঁ! আমরা আপনাকে বিশ্বাস করবো কেননা আমরা তো সর্বদা আপনাকে সত্য বলতে শুনেছি। তিনি বললেন: তাহলে আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের কঠিন আযাবের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছি যা সকলের সামনে। (বুখারী, ৩/২৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৪৭০)

প্রশ্ন: ঐটা কোন মুহূর্ত ছিলো যখন পাহাড়ে নিয়োজিত ফিরিশতা নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়েছে?

উত্তর: নবুয়ত ঘোষণার দশম বছরে যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য গেলেন তখন ইসলাম কবুল করার পরিবর্তে তারা তাঁকে এমন কষ্ট দিলো যে তাঁর কদম মোবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। যখন তিনি ঐখান থেকে ফিরে আসছিলেন তখন পাহাড়ের ফিরিশতারা খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো: হে আল্লাহ পাকের রাসূল! আপনি যেটা চান হুকুম করুন যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে اَخْشَبَيْن (তায়েফের

www.dawateislami.net

দুইটি শক্তিশালী ও সুউঁচ্চ পাহাড়) তাদের উপর উল্টিয়ে দিবো। এর উত্তরে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা আমি চাই না যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাক বরং আমার প্রত্যাশা আল্লাহ পাক তাদের পরবর্তীতে এমন বান্দা সৃষ্টি করবেন, যারা এক আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

(বুখারী, ২/৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৩১। সিরাতে রাসূলে আরবী, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: কোন ঘটনার সময় জ্বিনেরা এসে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়েছে?

উত্তর: তায়েফের সফর থেকে ফিরে আসার সময় "নাখলা" নামক গ্রামে রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআনে পাক তিলাওয়াত করছিলেন তখন জ্বিনদের একটি দল নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং কুরআন মজিদ শুনে সকলে মুসলমান হয়ে গেলো। অতঃপর তারা ফিরে গিয়ে তাদের গোত্রদের বললো তখন মক্কা শরীফের জ্বিনেরা দলে দলে এসে ইসলাম কবুল করল। কুরআন মজিদে সূরা জ্বিনের শুরুর আয়াত ও সূরা আহক্বাফে এটার বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

(সিরাতে মুস্তফা, ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফ থেকে মদীনার দিকে কখন হিজরত করেন?

উত্তর: মক্কা শরীফে বৃদ্ধি পাওয়া মুসলমানদের সংখ্যা কাফিরদের জন্য অসহনীয় ছিলো, সুতরাং তারা মুসলমানদের উপর জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো এমতাবস্থায় নবী করীম, রউফুর

www.dawateislami.net

রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করার অনুমতি দিলেন আর সবার শেষে স্বয়ং নিজে মদীনার দিকে হিজরত করেন। কাফিররা مَعَاذَ الله (আল্লাহর পানাহ) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শহীদ করার চক্রান্ত করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন আমানতদার ছিলেন যে, হিজরতের রাতে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র হাতে মক্কাবাসীদের আমানত অর্পন করে ইরশাদ করলেন: আমানতগুলো তাদের পরিবারের কাছে সমর্পণ করে সকালে মদীনায় চলে আসবে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফিরদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে তাদের দৃষ্টির সামনেই বের হয়ে গেলেন আর তাদের খবরই হলো না। ঐদিকে মদীনার মুসলমানগণ প্রবল আগ্রহে হুযুরের আগমনের অপেক্ষা করছিল হঠাৎ একদিন কেউ ডাক দিলো: "হে মদীনাবাসীগণ! তোমরা যার জন্য অপেক্ষা করছিলে রহমতের সেই কাফেলা এসে গেছে!" এটা শুনতেই সকল আনসারগণ স্লোগান দিয়ে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানানোর জন্য নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে গেলো এবং পুরো শহর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। **(সিরাতে মুস্তফা, ১৫৫-১৭১ পৃষ্ঠা)**

প্রশ্ন: বদর যুদ্ধের পরিস্থিতি বর্ণনা করুন।

উত্তর: বদরের যুদ্ধ কুফর ও ইসলামের প্রথম ও প্রসিদ্ধতম যুদ্ধ যেটা ১৭ই রমযানুল মোবারক ২য় হিজরীতে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান "বদর" এ সংগঠিত হয়। মুসলমানদের কাছে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি খুবই কম ছিলো আর মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিলো

www.dawateislami.net

৩১৩ জন যেখানে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র সম্পন্ন কাফিরদের একহাজার (১০০০) সৈন্য ছিলো। ঐসময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! যদি এই স্বল্প প্রাণগুলো শেষ হয়ে যায় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে তোমার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না।" সুতরাং আল্লাহ পাক মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঁচ হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করলেন আর মুসলমানদের ঐ ঐতিহাসিক বিজয় নসীব হয়েছে যেটা ইসলামের মর্যাদাকে অনেক সমুন্নত করেছে। আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধের দিনের নাম "ইয়াউমুল ফুরকান" রেখেছেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের স্পষ্ট জয়ের অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন:

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾)

(পারা ৪ আলে ইমরান, আয়াত ১২৩) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা সম্পূর্ণ হীনবল ছিলে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (সিরাতে মুস্তফা, ২১০-২৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হুদায়বিয়ার সন্ধি কি আর কুরআন মজীদে সেটাকে কি নামে অবহিত করেছিল?

উত্তর: ৬ই যিলক্বদ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায়ে মুনাওয়ারা থেকে ১৪০০ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে সাথে নিয়ে ওমরা পালন করার জন্য রওনা হলেন। কিন্তু মক্কার কাফিররা চাইনি যে, তিনি মক্কা শরীফ প্রবেশ করুক সুতরাং তাদের শত্রুতার কারণে

www.dawateislami.net

মুসলমানগণ ঐবছর ওমরা আদায় করতে পারেনি এবং এর পরের বছর ওমরা আদায় করে। এক্ষেত্রে একটি চুক্তিনামা লিখা হয় যেটাকে "হুদায়বিয়ার সন্ধি" বলা হয়। প্রকাশ্য ভাবে এটা একটি অপ্রতিরোধ্য সন্ধি ছিলো কিন্তু কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক এটাকে "فتح مبين" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলি বলে দিয়েছে যে সত্যিকারার্থে এই সন্ধি সকল বিজয়ের চাবি হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং সকলে মেনে নিয়েছে যে আসলেই হুদায়বিয়ার সন্ধি এমন একটি স্পষ্ট বিজয় ছিলো যেটা মক্কাতে ইসলাম প্রচার বরং মক্কা বিজয়ের মাধ্যম হিসাবে পরিণত হয়েছে।

(সিরাতে মুস্তফা, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দয়াপূর্ণ আচরণ কেমন ছিলো?

উত্তর: মক্কা বিজয়ের পর তাঁর সামনে ঐ কাফিররা উপস্থিত ছিলো যারা তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের উপর জুলুম ও অত্যাচারের পাহাড় তুলে দিয়েছে, রাস্তায় কাঁটা দিয়েছে, শরীর মোবারকে নাপাকি নিক্ষেপ করেছে, আক্রমনাত্মক হামলা করেছে, তাঁর সাহাবাগণকের শহীদ করেছে, মক্কা ছাড়তে বাধ্য করেছে, তাঁর উপর অপবাদ দিয়েছে, মোটকথা! কি এমন অত্যাচার ছিলো যেটা তারা করেনি! আজ তারা সকলে অপরাধী হয়ে তাঁর সামনে রয়েছে তিনি চাইলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিশোধমূলক কোন আচরণই করেননি, নিজের দয়াপূর্ণ ভাষায় ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ অর্থাৎ আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই, যাও! তোমরা সকলেই মুক্ত। বিভিন্ন ধরনের কষ্টদানকারী শত্রুদের উপর বিজয়ী লাভ করে তাদের সাথে এমন সুন্দর আচরণের পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

(শরহুয যুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব, ৩/৪৪৯ পৃষ্ঠা, আখিরি নবী কি পিয়ারি সিরাত, ১০৬ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মক্কা বিজয়ের পর মদীনার আনসার সাহাবায়ে কেরাম কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়েছিল?

উত্তর: মক্কা বিজয়ের পর মদীনা মুনাওয়ারার আনসারী সাহাবীরা একে অপরকে বলতে লাগলো: আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মক্কা মুকাররমার বিজয় দান করেছেন, ঐ শহর তাঁর জন্মস্থান ও লালিত-পালিত হওয়ার স্থান আর তাঁর বংশধর এবং গোত্রও ঐখানে বাস করে। হতে পারে এখন তিনি ঐখানেই প্রশান্তি লাভ করছে আর আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন। যখন এই সংবাদ হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কানে গেলো তখন তিনি আনসারগণকে ইরশাদ করলেন: এখন তো আমার জীবন ও মরণ তোমাদেরই সাথে ও ইরশাদ করলেন: যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদের মধ্য হতে একজন হতাম। (সিরাতে ইবনে হিশাম, ৪৭৫ পৃষ্ঠা। সিরাতে সায়্যিদুল আম্বিয়া, ৪৮৪ পৃষ্ঠা), যদি লোকজন একটি উপত্যকা বা গিরিপথে হাঁটে আর আনসারগণ অন্য উপত্যকায় হাঁটা শুরু করে দেয় তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকায় হাঁটবো।

(বুখারী, ৩/১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩৩০)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মু'জিযা গুলো কি কি? কয়েকটি বর্ণনা করুন।

উত্তর: আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য মু'জিযা দান করেছেন, তার মধ্য হতে কয়েকটি হলো:

(১) কুরআনে করীম যেটা সবচেয়ে বড় মু'জিযা।

(২) চাঁদ দুই টুকরো হওয়া।

(৩) মে'রাজ।

(৪) অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া।

(৫) পাথর ও বৃক্ষাদি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম প্রদান করা।

(৬) খেঁজুরের ডালের হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি ভালবাসা।

(৭) কংকর সমূহের তাসবীহ পাঠ করা।

(৮) সামান্য খাবারে এতো বরকত হওয়া যে, অনেক লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

(৯) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঙ্গুল মোবারক থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া।

(১০) অসুস্থদের আরোগ্য দান করা।

প্রশ্ন: চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিযা কিভাবে সংগঠিত হয়?

উত্তর: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মু'জিযা সমূহের মধ্য হতে একটি প্রসিদ্ধ মু'জিযা হলো চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া। যেটার বর্ণনা কুরআনে করীম ও হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে। ঘটনা কিছুটা এরকম: মক্কাবাসীরা হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে একটি মু'জিযা দেখানোর জন্য আবেদন করলো তখন তিনি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে

www.dawateislami.net

দেখালেন। (বুখারী, ২/৫১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৩৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যুগে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে ফেটে গিয়েছে, এক টুকরো পাহাড়ের উপর আরেক টুকরো সেটার নিচে, তখন রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন সাক্ষী থাকো। (বুখারী, ৩/৩৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৬৪) যখন তিনি চাঁদ দুই টুকরো করে দেখালেন তখন কুরাইশ কাফিররা বললো: মুহাম্মদ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) যাদু দ্বারা আমাদের নজরবন্দি করেছে, এক্ষেত্রে তাদের গোত্রের লোকেরা বললো যদি এ আমাদের নজরবন্দি করে তাহলে বাহিরের অন্য কারো চাঁদ দুই টুকরো হওয়াটা দৃষ্টিগোচর হবে না। এখন যে কাফেলা আসবে সেটার দিকে খেয়াল রাখো ও মুসাফিরদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করো, যদি অন্য কোন জায়গা থেকেও চাঁদ দুই টুকরো হওয়াটা দেখা যায় তাহলে অবশ্যই এটা মু'জিযা। সুতরাং সফর থেকে আগমনকারী লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো তখন তারা বললো: আমরা দেখলাম, ঐদিন চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গিয়েছিল। (তিরমিযি, ৫/১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৩০০। জামেউল উসূল ফি হাদীসুর রাসূল, ১১/৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৩৭) এখন মুশরিকদের সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না, কিন্তু তারা মূর্খতা বশতঃ সেটাকে যাদুই বলতে রইলো।

প্রশ্ন: নূর নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান চরিত্রের ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ পাক এটা ইরশাদ করলেন: وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیۡمٍ ﴿۴﴾ (পারা ২৯, সূরা ক্বলাম, আয়াত: ৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আর নিশ্চয় আপনি

www.dawateislami.net

উত্তম চরিত্রের অধিকারী।” নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তম চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ ক্ষমা ও মার্জনা, দয়া ও অনুগ্রহ, ন্যায় বিচার, দানশীলতা, ত্যাগ, অতিথি পরায়নতা, অহিংসা, সাহসিকতা, ওয়াদা পূরণ, সদাচরণ, ধৈর্য, অল্পেতুষ্টি, মৃদুভাষী, প্রফুল্লতা, সামাজিকতা, সাম্য, সহানুভূতি, সরলতা, বিনয় ও নম্রতার মতো সকল গুণাবলী নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মধ্যে পাওয়া যেতো এবং তাঁর উত্তম চরিত্র এতোই শ্রেষ্ঠ যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এক বাক্যে সেটার সঠিক প্রতিচ্ছবি দেখাতে গিয়ে বলেন: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰن অর্থাৎ কুরআনে পাকের শিক্ষার উপর পরিপূর্ণ আমলই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ছিলো।

(দালায়িলুন নবুওয়া লিল বায়হাকী, ১/৩০৯ পৃষ্ঠা, সিরাতে মুস্তফা, ৫৯৯-৬০০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দিন-রাতকে কতো ভাগে ভাগ করতেন?

উত্তর: তিনি তাঁর দিন-রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে রাখতেন। এক ভাগ আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য, একভাগ সাধারণ সৃষ্টির জন্য এবং তৃতীয় ভাগ নিজের জন্য। **(সিরাতে মুস্তফা, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)**

প্রশ্ন: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবয়ব মোবারকের বর্ণনা করুন।

উত্তর: হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবয়ব মোবারক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: তিনি লম্বাও ছিলেন না আর খাটোও ছিলেন না বরং লোকজনের মধ্যে মাঝারি উচ্চতার অধিকারী ছিলেন। বাহ্যিক রং না ধব ধবে

www.dawateislami.net

সাদা আর না অধিক সাদা। চুল মোবারক না শক্ত আর না কোঁকড়ানো ছিলো এবং না একদম সোজা বরং কিছুটা বাঁকা ছিলো। (বুখারী, ২/৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৪৭) আমি এমন কোন রেশম স্পর্শ করিনি যেটা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় হাতের তালুর চেয়ে বেশি নরম, আমি এমন কোন সুগন্ধি পায়নি যেটা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (নবুয়তের) সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধিময়। (বুখারী, ২/৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৬১) "শামায়িলে তিরমিযী" ও "শিফা শরীফ" ইত্যাদিতে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রং মোবারক সাদা ছিলো যেটাতে লাল বর্ণ মিশ্রিত ছিলো, একদম চুন বা সাদার মতো রং ছিলো না বরং সাদা চেহারা মোবারকে হালকা হালকা লাল রঙ মিশ্রিত ছিলো, আর দুনিয়াতে এই রং পছন্দনীয় মানে করা হতো, বিশেষ করে আরবদের দৃষ্টিতে। আর জান্নাতে পছন্দনীয় রং হলো সোনালী, ওলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহ পাক নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দুনিয়াতে এই দুইটি রং দান করেছেন এবং সাদা রংয়ের মধ্যে লাল মিশ্রিত হওয়ার কারণে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারায় উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হতো। (শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬। শিফা, ১/১৫৫ পৃষ্ঠা) হযরত কা'ব বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি অনুভব করতেন তখন তাঁর নুরানী চেহারা এমনভাবে আলোকিত হতো মনে হয় যেন চাঁদের টুকরো। (বুখারী, ২/৪৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫৫৬) শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব "সিরাতে মুস্তাফা"তে লিখেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

চেহারা মোবারকের ঘামের ফোঁটা মণি মুক্তার মতো ঝলমল করতো এবং তাতে কস্তুরি ও আম্বরের চেয়ে বেশি সুগন্ধ ছিলো।

(সিরাতে মুস্তাফা, ৫৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শাহজাদা ও শাহজাদীগণের নাম বলুন।

উত্তর: আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনজন শাহজাদার বর্ণনা রয়েছে এবং দুইজনেরও রয়েছে, "খাযায়িনুল ইরফান" এ ৪ জনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতে মতবিরোধ রয়েছে। "তাযকিরাতুল আম্বিয়া" তে রয়েছে: নবী করীম রউফুর রহীম (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর তিনজন পুত্র ছিলো: কাসিম, ইব্রাহিম, আব্দুল্লাহ। (তাযকিরাতুল আম্বিয়া, ৮২৭ পৃষ্ঠা) হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই বিষয়ের উপর সকল ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সন্তানদের সংখ্যা ছয়জন। দুইজন হযরত কাসিম ও হযরত ইব্রাহিম (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) এবং চারজন শাহজাদী, হযরত যয়নব ও হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলছুম ও হযরত ফাতেমা (رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ) কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিকগণ এটা বর্ণনা করেন: প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন শাহজাদা আব্দুল্লাহ (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) যার উপাধি তৈয়্যব ও তাহের। এই উক্তির উপর ভিত্তি করে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানদের সংখ্যা সাতজন অর্থাৎ তিনজন শাহজাদা এবং চারজন শাহজাদী। (সিরাতে মুস্তাফা, ৬৮৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলে আকরাম নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এসকল সন্তান হযরত খাদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর গর্ভের সন্তান শুধুমাত্র হযরত ইব্রাহিম ব্যতীত, যেই হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভ থেকে এসেছে। (শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৪/৩১৬ পৃষ্ঠা)

আর তাঁদের সকলের ইন্তিকাল হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হায়াতে জিন্দেগীতে হয়েছে হযরত সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ব্যতীত যার ইন্তিকাল হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওফাতের ছয় মাস পর হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী, পারা ২২, আল আহযাব, আয়াতের ব্যাখ্যাঃ ৫৯, অংশঃ ১৪, ৭/১৭৯ পৃষ্ঠা। আল মাওয়াহিব, ১/৩৯৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নাম বলুন?

উত্তরঃ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিবিগণের সংখ্যার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এগারজনের ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত রয়েছে। যাদের মধ্যে হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত উম্মে হাবীবা, হযরত উম্মে সালমা, হযরত সাওদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ কুরাইশ গোত্রের আর চারজন অর্থাৎ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ, হযরত মায়মুনা, হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা, হযরত জুবাইরিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ আরবের অন্যান্য গোত্রের আরেকজন হযরত সূফিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا প্রমূখ অনারবীয় বনী ইসরাইলের সাথে সম্পৃক্ত। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ১/৪০১-৪০২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: বিদায় হজ্বের সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদেরকে কোন ভাষায় সাম্যের শিক্ষা দিয়েছেন?

উত্তর: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্বের ভাষণে জাহেলী যুগের বংশীয় অহংকার, বর্ণ ও বংশীয় কলহ এবং গোত্রীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে সাম্যের শিক্ষা দিয়েছেন আর এই সোনালী নীতি ইরশাদ করেছেন: হে লোকেরা! নিশ্চয়! তোমাদের পিতা হলো একজন হযরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَام)। শুনে নাও! কোন আরবীকে কোন অনারবীর উপর এবং অনারবীকে কোন আরবীর উপর, কোন লাল বর্ণকে কালোর উপর আর কোন কালো বর্ণকে ফর্সার উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তবে খোদাভীতির কারণ ব্যতীত!!

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৫৪৮। সিরাতে মুস্তাফা, ৫২৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কয়টি হজ্ব ও ওমরা আদায় করেছেন?

উত্তর: হিজরতের পর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার হজ্ব ও চারবার ওমরা আদায় করেছেন। **(মুসলিম, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৩৪)**

প্রশ্ন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর রোগাক্রান্ত হয়ে জাহেরী ওফাতের মুহূর্তে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর: উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর রোগাক্রান্ত হয়ে জাহেরী ওফাতের মুহূর্তে উপদেশ স্বরূপ ইরশাদ করেছিলেন: "নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকো ও নিজেদের গোলামদের প্রতি খেয়াল রাখো।"

(ইবনে মাজাহ, ২/২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬২৫)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জাহেরী ওফাতের অবস্থা কেমন ছিলো?

উত্তরঃ হিজরতের ১২তম বছরে ২০ বা ২২ সফর আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতুল বাক্বীতে অর্ধরাত তাশরীফ নিয়ে গেলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসেন তখন স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেলো। কিছুদিন ধরে অসুস্থতা বাড়তে থাকে। (সাবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১২/২৩৩ পৃষ্ঠা) (সিরাতে মুস্তফা, ৫৪২ পৃষ্ঠা) তিনি সকল বিবিগণের অনুমতিক্রমে বিবি আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর হুজরা মোবারকে তাশরীফ নিলেন।

(শরহুয যার ক্বানী আলাল মাওয়াহিব, ১২/৮৩ পৃষ্ঠা)

রোজ সোমবার, রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ওফাত লাভ করেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল হিজরীর ১২তম বছরে তিনি জাহেরী ভাবে দুনিয়া থেকে পর্দা করেন।

(ত্বকাত ইবনে সা'দ, ২/২০৯ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

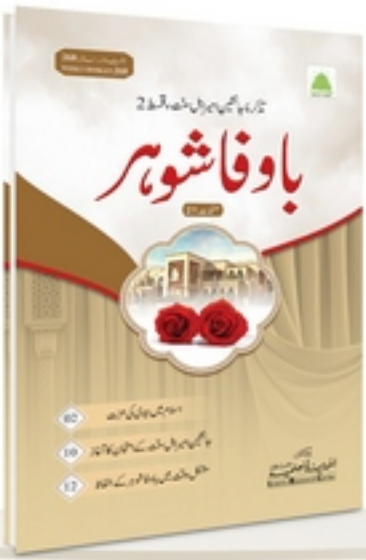

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net